Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: রায়হানা আকতার

রোলঃ 227020488

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: রায়হানা আকতার

রোলঃ 227020488

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: রায়হানা আকতার, আইডিঃ 227020488 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছা: রায়হানা আকতার

(স্বাক্ষর)

মোছা: রায়হানা আকতার

আইডিঃ 227020488

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

পিতা-মাতার মর্যাদা 2

পিতা-মাতার গুরুত্ব 4

পিতা-মাতার হক 5

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের বিশেষ হক্কসমূহ 8

পিতা-মাতার প্রতি ব্যবহার 9

পিতা-মাতার প্রতি নবী-রাসুল ও সাহাবীদের ব্যবহার 11

মায়ের বিশেষ মর্যাদা: 16

মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত 17

মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশি: 18

পিতা-মাতার ঋণ অপরিশোধ্য 20

পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য: 21

পিতা-মাতার সেবা ও দুআ সম্বলিত হাদীসের ঘটনা 23

আল্লাহর অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য নেই: 30

অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের আচরণ 32

পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য 34

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য হওয়ার পার্থিব উপকারিতা 36

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ 39

পিতা-মাতার খেদমত নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম: 40

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের পরিণতি 41

পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে করণীয় 45

মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য 46

শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া 47

পিতা-মাতার জন্য দুআ করা 49

মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার সওয়াব 51

দুধ মা ও সৎ মায়ের হক.. 52

শেষকথা 54

তথ্যসূত্র 55

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের প্রতিপালক ও হায়াত-মওতের মালিক। মহাবিশ্বের আর সবকিছু তিনি তাদেরই কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরই কাছে আবার মানুষকে ফিরে যেতে হবে। হিসাব দিতে হবে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের। হিসাবে যারা সফলকাম হবে, তারা প্রবেশ করবে অফুরন্ত নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। আর যারা ব্যর্থ হবে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তির নিবাস জাহান্নামে। ইহজগতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ জীবন মানবতার একান্ত কাম্য। পরিবার হচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল এবং তার অন্যতম অঙ্গ। পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উপর কার্যত নির্ভর করে সামাজিক শান্তি, সমৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা। মাতা-পিতা হচ্ছেন পরিবারের কর্ণধার, সন্তানের জন্মদাতা ও লালন-পালনকারী।যে কোন ব্যক্তির জন্য মাতা-পিতাই হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার সবচাইতে বড় নি'আমত। সন্তানের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন-পালন ইত্যাকার বিষয়ে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। এ কারণে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অধিকারও অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার পরই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায় করলে, তাদের নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকলে একদিকে যেমন সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে মানুষের ইহজীবন শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হয়ে উঠবে, অপর দিকে পরকালীন অনন্ত জীবনে তদ্রূপ তারা লাভ করবে আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতে ভরা জান্নাত। সেখানে রয়েছে সীমাহীন শান্তি ও অনাবিল সুখ-সম্ভোগ।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশেই ইসলামী নয়। বিধায় সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কি কি অধিকার রয়েছে এবং মাতা-পিতার ব্যাপারে সন্তানের কি কি করণীয় তা আমাদের অনেকেরই অজানা। বরং এ ব্যাপারে আমরা খুবই অসচেতন ও গাফিল। অথচ একটি সুন্দর জীবন, একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তোলার জন্য মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে জানার এবং মানার তৌফিক দান করুন। প্রতিটি সন্তানকে তার পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا ً

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন'
(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।'

(ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৯/১৮৯।)

যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أن

شْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير ।ُ

'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই'
(লোকমান ৩১/১৪)।

এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা- মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যত্র তিনি সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পিতা-মাতা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُوْنَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِين
'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম'
(আহক্বাফ ৪৬/১৫ সুন্নাত বা হাদীসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।)

অন্য আরেকটি আয়াতে মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে এরশাদ হয়েছে:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا-

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"
-সূরা আন নিসাঃ ৩৬

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেন, ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না। যেহেতু স্রষ্টা তিনি, পালনকর্তাও তিনি, এ কাজে তিনি সম্পূর্ণ একক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করার কোনোই যুক্তি নেই।এবং এর পরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে পিতা-মাতার মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পিতা-মাতার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বেঁচে থাকতে পারে না। তেমনি ভাবে পিতা-মাতা ছাড়া একজন সন্তানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حق الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ابن ماجه، مشكوة

"হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

পিতা-মাতার হক

একজন মা অনেক শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মাধ্যমে তার সন্তানকে দুনিয়ার আলো দেখান এবং ছোট থেকে বড় করেন। সেই সন্তানকে মানুষ করতে মা এবং বাবা দুজনেই অনেক কষ্ট করেন। সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই সন্তানের উপর তাদের কিছু হক থাকে। যা একজন সন্তানের পালন করা অবশ্য করণীয়।

সন্তানের উপর পিতা মাতার হক্ক ১৪টি

৭ টি জীবদ্দশায় :

(১) মাতা-পিতাকে কোনপ্রকার কষ্ট না দেওয়া যদিও তাদের পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।
(২) আচার-আচরণ কথা-বার্তায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
(৩) শরীয়ত সমর্থিত সকল কাজে তাদের কথা মেনে চলা।
(৪) যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা (যদিও তারা কাফের হয়)।
(৫) তাদের সেবা করা
(৬)তাদের আরাম-আয়েশের খেয়াল রাখা
(৭)তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা

মৃত্যুর পর ৭ টি হক্ক:

(১) মৃত্যুর পর তাদের জন্য গোনাহ মাফ ও রহমতের দোআ করা
(২)নফল ইবাদত সদকা খয়রাত ও অন্যান্য ইবাদত করে তার সওয়াব তাদের জন্য বখশিয়া দেওয়া।
(৩) জীবদ্দশায় তারা যাদের সাথে উঠাবসা করতেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।
(৪) তাদের কোন ঋণ বা আমানত থাকলে তা আদায় করে দেওয়া
(৫) মাঝে মাঝে তাদের কবর যেয়ারত করা।
(৬) তাদের শরীয়ত সম্মত অছিয়ত পুরা করা।
(৭) পিতা-মাতার আত্মীয় -বন্ধুদের সাহায্য করা।

* মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

*মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। সন্তানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে বরদাশত করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা- পিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু মা-বাপ হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

*মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি রহিত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী স্মরণ করতে হবে। হাসি মুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

* আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নীচু রাখা আবশ্যক। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত আনজাম দেয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার।

* মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও মজবুর থাকে। তখন মাতা-পিতার কত স্নেহ ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে মুহাব্বত ও রহমাতের আবেগে অবলীলাক্রমে বার বার দোয়ার জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়াদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।

যেভাবে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের বাধ্য হওয়া, খেদমত করা এবং সদ্ব্যবহার করা উচ্চস্তরের নেক কাজ যা বড় বড় গুনাহকে শেষ করে দেয় সেভাবে তাঁদের মৃত্যুর পর একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া এমন আমল যা একদিকে পিতা-মাতার জন্য কবরের মধ্যে আরাম ও শান্তির কারণ হয় অন্যদিকে সন্তানের ঐ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় যা পিতা-মাতার বাধ্যতা এবং খেদমতের মধ্যে হয়েছিল। সে নিজেও আল্লাহর রহমত ও দয়া পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। কুরআন শরীফে সন্তানগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন আল্লাহর নিকটে পিতা-মাতার জন্য রহমত ও ক্ষমা চাইতে থাকে।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَ بَيَنِي صَغِيراً

আল্লাহ তায়ালার নিকট আরয কর হে প্রভু! আমার পিতা-মাতার উপর দয়া কর যেভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় (দয়ার সঙ্গে) লালন পালন করেছিল। (সূরা-আল ইসরা, আয়াত-২৪)

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের বিশেষ হক্কসমূহ

পিতা-মাতার হক্কসমূহ সন্তানের উপর হইতে জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না বরং তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের কিছু অন্যান্য দাবীসমূহ সন্তানদের উপর আপতিত হয় যা আদায় করতে থাকা সৌভাগ্যশালী সন্তানদের কর্তব্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত পাওয়ার পন্থাস্বরূপ।

*আবু উছাইদ সায়ীদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনি সালমার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার আমার উপরে এমন কোন হক্ক আছে যা তাঁদের মৃত্যুর পর আমার আদায় করতে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, হাঁ, তাঁদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের জন্য ক্ষমা এবং মাফের প্রার্থনা করা, কারো সঙ্গে তাঁদের অঙ্গীকার বা চুক্তি থাকলে তা পূরণ করা, তাঁর মাধ্যমে যে আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের হক্ক আদায় করা এবং তার বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা।

• হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কেউ নিজের পিতাকে কবরের মধ্যে আরাম দিতে চায় এবং তাঁর খেদমত করতে চায় তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিতার ভাইদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। -ইবনে হাব্বান

• হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, পিতার খেদমত এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহারের উত্তম খেদমত হলো এই যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা এবং পিতার মুহাব্বতের হক্ক আদায় করা। -মুসলিম

• হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমনও হতে পারে কোন ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ই বা তাদের কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের সন্তান তাদের জীবদ্দশায় অবাধ্য ছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এ সন্তান তাদের ইন্তেকালের পরে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল ও দয়া এবং ক্ষমা ও বখশিশের জন্য দোয়া করতে থাকে। (এভাবে সে নিজের ক্রটির ক্ষতিপূরণ করতে চায়।) আল্লাহতায়ালা এ অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত বলে সাব্যস্ত করেন। (সে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়) -বায়হাকী

পিতা-মাতার প্রতি ব্যবহার

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ব্যবহার হবে সর্বাবস্থায় অমায়িক। কোনো অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পিতা-মাতা যদি কাফের মুশরিকও হয় তাহলেও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার কথা কুরআন এবং অনেক হাদীসে আছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বহু স্থানে তাদের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُه ُ

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে'

(আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

এক সময় তারাও বার্ধক্যে উপনীত হন। তখন তাদের মন-মানসিকতা শিশুদের মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন উচ্চবাক্য শুনলে কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি করে, তেমনি পিতা-মাতারও এমন অবস্থা হয়। সেজন্য তাদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كريما ً

'তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল'।

(সূরা আল ইসরা ১৭/২৩)।

মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন হবে সেটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের থেকে আমরা জানতে পারি।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাঁর মূর্তিপূজক বাবাকেও নম্রভাবে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছিলেন এবং মূর্তিপূজো করার কারণে তার সাথে কোনো কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেননি; বরং নম্র ভাষায় বললেন,

'হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন কিছুর 'ইবাদাত করেন, যে কোনো কিছু শোনে না, দেখে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না?

হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব, আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব।

হে আমার পিতা, শাইতানের 'ইবাদাত করবেন না। শাইতান দয়াময় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য; তাই তার আনুগত্য করে কেউ মুক্তি পাবে না।

হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, আপনি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, ফলে আপনি শাইতানের বন্ধু হয়ে যাবেন। অতএব, আপনি সতর্ক হোন।'

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এ দাওয়াতে তাঁর পিতা উত্তর দিল, 'হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার মা'বুদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। যদি তুমি তোমার এরূপ কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমাকে শেষ করে দেব। অতএব, তুমি আমার সম্মুখ হতে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও।

(তাফসীরে ফাতহুল মাজিদ, সূরা মারইয়াম, ১৯: ৪১-৫০)

পৃথিবীতে এর চেয়ে কষ্টদায়ক কী হতে পারে যেখানে ছেলে বাবাকে কল্যাণ মুক্তির দিকে আহ্বান করছে, অথচ বাবা সন্তানকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাঁর পিতার এরূপ আচরণেও রাগান্বিত হননি কিংবা আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে তার শাস্তি কামনা করেননি; বরং তিনি আরও নম্রভাবে বললেন, আপনার প্রতি মালাম।

পিতা-মাতার প্রতি নবী-রাসুল ও সাহাবীদের ব্যবহার

পিতা-মাতার প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সেটা আমরা নবী-রাসুল ও সাহাবীদের জীবনী পড়লেই বুঝতে পারি।

*হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উদাহরণ:

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا - يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا

'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ'ল দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হ'তে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে'।
(মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)।

*হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর উদাহরণ:

ইয়াহইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন,

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

'আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না'
(মারিয়াম ১৯/১৪)।

অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতেন না এবং কাউকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর রবেরও অবাধ্যতা করেননি

(তাফসীরে দুররুল মানছুর ৫/৪৮৭)।

পবিত্রতা অবলম্বন, তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন ও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তিন সময়ে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। তার জন্মের সময়, মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়।

(তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/২১৭, সূরা মারিয়াম ১৪-১৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

*হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদাহরণ:

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর পরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে পিতা-মাতার সেবা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খেদমতকারী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহংকারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈসা (আঃ)বলেছিলেন,

- وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا

তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছালাতের এবং যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি। (এবং নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি'

(মারিয়াম ১৯/৩২)।

'আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে' কথার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা(আ:) বিনা বাপে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে সর্বত্র 'ঈসা ইবনে মারিয়াম' বলা হয়েছে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে। যা অন্য কোন নবীর শানে করা হয়নি।

*হযরত ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর উদাহরণ:

রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)।
তিনি ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবাপরায়ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ : رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَا أَبَرَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بِأُمِّهِمَا، فَيُقَالُ لَهَا : مَنْ هُمَا؟ فَتَقُوْلُ
:عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَحَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ قَالَ : مَا قَدَرْتُ أَنْ أَتَأَمَّلَ أُمِّي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَأَمَّا حَارِثَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَلِّي رَأْسَ أُمِّهِ وَيُطْعِمُهَا بِيَدِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْهِمْهَا كَلَامًا قَطُّ تَأْمُرُ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ
عِنْدِهَا بَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ : مَا قَالَتْ أُمِّي؟

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'জন ছাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তাকে বলা হ'ল, তারা কারা? তিনি বললেন, ওছমান বিন আফফান ও হারেছাহ বিন নু'মান (রাঃ)। ওছমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি। আর হারেছা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হ'লে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন?

(মাকারিমুল আখলাক ১/৭৫, হা/২২৩; ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৬, ১/৮৫।)

*হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদাহরণ:

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তার জন্য দো'আ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ : رَحِمَكِ اللهُ ، رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا -

আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বলেন, আমি আক্বীকু নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খামার বাড়ীতে তার সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন,

عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ يا
أُمَّتاه

'ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হোক। তার মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হোক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদাচরণ করছ'।

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৪; মাকারিমুল আখলাক হা/২২৮; মারওয়াযী, আল বির্বু ওয়াছ ছিলাহ হা/৫০, সনদ হাসান।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন তার মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দো'আ পাঠ করতেন এবং তার মাও জওয়াবে দো'আ করে দিতেন'।

(আল-জামে' ফিল হাদীছ হা/১৫২।)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَحْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوكَ. قَالَ
وَبَلَغَنَا أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا-

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করার দায়িত্ব আমার উপরে না থাকত, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকেই আমি অধিক পছন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে,

أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন

'(মুসলিম হা/১৬৬৫; শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০২)।

উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মায়ের সেবা করার কারণে যে হজ্জ থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নফল হজ্জ। কারণ নফল হজ্জ করা অপেক্ষা মায়ের খেদমত করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন'।

(নববী, শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য?

মায়ের বিশেষ মর্যাদা:

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা মর্যাদার দিক থেকে কোন ক্ষেত্রে পিতা অগ্রগামী আবার কোন ক্ষেত্রে মা। ঠিক পরীক্ষার মত পিতা অংকে ভাল তো মা ইংরেজীতে, আবার পিতা হাদীছে ভাল তো মা কুরআনে। তবে গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও দুগ্ধপান করা কেবল মায়েরাই করে থাকেন। এতে পিতার কোন অংশদারিত্ব নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মাকে তিনগুণ বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এর পরের ক্ষেত্রগুলোতে পিতা-মাতার সমান অবদান থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير- ُ

'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই'

(লোকমান ৩১/১৪)।

মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত

মা এতো মর্যাদাবান যে, তার পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِي أَنْ جَاهِمَةً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ : هَلْ
لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟. قَالَ نَعَمْ، قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا-

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস সিলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে।

(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।)

কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন,

الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ
أَرْجُلِهِم

'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।

(ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارجع فبرها 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَيُحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে'।

(ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১২৪৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৪।)

মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশি:

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও স্নেহাশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সে তার ছেলে দু'টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন'।"

(বুখারী, আল -আদাবুল মুফরাহ হা/৮৯, হাকেম হা/৭৩৪৭, সনদ সহীহ)

তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী।
(১) গর্ভধারণ
(২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং
(৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَت قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ : ثُمَّ أَبُوك - َ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা'।

(বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী'।

(মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৯।)

পিতা-মাতার ঋণ অপরিশোধ্য

আল্লাহর পরে যারা আমাদের জন্ম থেকে অতুলনীয় কষ্ট, পরিশ্রম, ত্যাগ করে যাচ্ছেন তাদের ঋণ অপরিশোধ্য। ! এই পৃথিবীতে নি:স্বার্থ ভালোবাসা, আদর-যত্ন, আগলে রাখার মনোভাব শুধু পিতা-মাতার দ্বারা ই সম্ভব।

পিতার ঋণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَجْزِي ولد والده، إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.ُ

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে।
(মুসলিম, দারিমী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, তাহাবী)।

মায়ের ঋণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاء ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ
ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رِكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا.

অর্থাৎ, আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, "আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি"। অতঃপর সে ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা
(বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)

পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য:

পিতা-মাতার মর্যাদা এতো বেশী যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহ কবুল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ"। তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা- মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نيل فِيهَا عَطَاءُ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُم

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'।

(মুসলিম হা/৩০০৯; আবুদাউদ হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২২২৯।)

আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনকে চিনি। যিনি তার পিতা-মাতার সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করতেন। একদিন তার পিতা তাঁর খারাপ আচরণে কষ্ট পেয়ে তাকে অভিশাপ দেয়। তারপর সেই ব্যক্তির জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। তার কিছুদিন পর তার স্ত্রীর সাথে তার তালাক হয়ে যায়। এরপর সে আরও দুটা বিয়ে করে। কিন্তু কোনো বিয়েই স্থায়ী হয় না। বর্তমানে সে একাকী জীবন কাটাচ্ছে। পিতার দুআ অথবা বদদুআ যে কতটা বুলেটের গতিতে মানুষের জীবনে আঘাত হানে এই ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ যেমন কবুল হয়, তেমন অভিশাপও। তাই কোনো অবস্থাতেই বাবা-মা'কে রাগান্বিত করা উচিত নয়।

'আবদুর রাউফ হানাওয়ী ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আলিম। তিনি তার রচিত বিররুল ওয়ালিদাইন বইটিতে একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

আমার এক নিকটাত্মীয় ছিলেন সুনামধন্য একজন ব্যবসায়ী। তার পিতা মারা যাওয়ার সময় অঢেল ধন-সম্পদ রেখে যান। বাবার মৃত্যুর পর মা তার সাথেই থাকতেন। একদিন কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে মা ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে বসেন। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছেলেটির উপর দুর্ভোগ নেমে আসে। বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোনো কাজ না করেও সেগুলো দিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারত; কিন্তু মায়ের বদদু'আর কারণে চোখের সামনে তার সব সম্পদ হারিয়ে যেতে লাগল। একটা সময় তাকে ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়। মৃত্যুর সময় এমন অবস্থা হয় যে, তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অথচ ছেলেটি কখনো দুশ্চরিত্র বা বিলাসী ছিল না। এমনকি জুয়া খেলেও সে সম্পদ নষ্ট করেনি।

বর্ণনাকারী 'আবদুর রাউফ হানাওয়ী লিখেছেন: আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মায়ের অভিশাপের কিছুদিনের মধ্যেই কীভাবে সন্তানের সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে বাবার সম্পত্তির কানাকড়িও তার কাছে ছিল না। তার দুর্দশা দেখে আমার বাবা (আল্লাহ্ তার ওপর রহম করুন) তাকে দান-সাদাকা করতেন এবং তার পরিবারের জন্য খাবার-দাবার পাঠাতেন। (সাহীহ মুসলিম, আল-বির ওয়াস-সিলাহ, হাদীস: ২৫৫১। আবদুর রাউফ হানাওয়ীর বিররুল ওয়ালিদাইন থেকে সংগ্রহিত। পৃষ্ঠা-১৩৫)

পিতা-মাতার সেবা ও দুআ সম্বলিত হাদীসের ঘটনা

একবার মালিক বিন আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর ছেলে 'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু শত্রুদের হাতে ধরা পড়লেন। খবর শুনে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন সাহাবী আর তাঁর স্ত্রী। মা কান্না শুরু করলেন প্রাণপ্রিয় ছেলের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন দুঃসংবাদটা পৌঁছল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিম্নোক্ত দু'আটি বার বার পড়তে বললেন,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো সামর্থ্য নেই।

(সহীহ আল-বুখারী, ই.ফা.-৩৮৮৭: এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ। এটাকে তিনি জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি বলেছেন।)

বাবা-মা কায়মনোবাক্যে সন্তানের জন্য দু'আ করতে লাগলেন। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিলেন। আল্লাহর হুকুমে অলৌকিকভাবে কারাগারের ভেতরেই 'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর পায়ের বেড়ি ছিঁড়ে যায়। তিনি সুযোগ বুঝে শত্রুদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তিনি একটি উটনী দেখতে পেলেন। সাবধানে উটনীর পিঠে চড়ে বসলেন তিনি। শত্রুদের উটের পালটি তখন কাছেই চরছিল। আস্তে আস্তে পুরো উটের পালটির সাথে মিশে তিনি মদীনার দিকে রওনা দিলেন। উটের পালটিও চলতে শুরু করল সাথে সাথে।

'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু কারাগারে ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সারা দেহে যন্ত্রণা নিয়েও তিনি দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। কোথাও সামান্য বিশ্রামও নিলেন না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পৌঁছে গেলেন পরিবার-পরিজনের কাছে। বাবা তার কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন, কা'বার রবের কসম! এটা আমার ছেলে 'আউফ।

মা বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! আমার ছেলে শত্রুদের থাবা থেকে পালিয়ে এসেছে। বাবা-মা ও দাসদাসীরা তাঁকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। একই সাথে অনেকগুলো উটও বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করল। সবাই তো আশ্চর্যে হতবাক। 'আউফ বিন মালিক সব ঘটনা খুলে বললেন। মালিক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি 'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু এবং উটের ব্যাপারে তাঁর কাছে সবকিছু বললেন। শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

'তোমার নিজের উটকে যেভাবে যত্ন কর, এগুলোকেও সেভাবেই যত্ন করবে।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল:

'যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি (বিপদ থেকে) উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন, এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন-যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

(সূরা-আত ত্বলাক, আয়াত: ৩)

আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

*বনু ইসরা'ঈলদের মধ্যে একজন ভালো ব্যক্তি ছিলেন। তার নাম ছিল জুরাইজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত ও আল্লাহভীরু মানুষ। ধার্মিকতার জন্য চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সমস্যায় পড়লে লোকেরা তার থেকে উপদেশ নিত, দু'আ চাইত।

জুরাইযের মতো এত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেও মায়ের সামান্য অবাধ্যতার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে। একবার মা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল। পরিণতিতে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে সাইয়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

শৈশবে কেবল তিনজন শিশু কথা বলেছে। প্রথমজন ছিলেন 'ঈসা বিন মারইয়াম 'আলাইহিস সালাম। 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম দেওয়ার পর মারইয়াম 'আলাইহিস সালামকে লোকেরা অপবাদ দিতে শুরু করে যে, সে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। আল্লাহর ইচ্ছেয় শিশু 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তার মায়ের সতিত্বের সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, ঠিক যেভাবে আদম 'আলাইহিস সালামকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনই তিনিও অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন।

শৈশবে কথা বলা দ্বিতীয় শিশুটি সাক্ষী দিয়েছে জুরাইজের পক্ষে। বর্ণিত আছে, জুরাইজ 'ইবাদাতের জন্য নির্জনে ঘর নির্মাণ করেন। সেখানেই তিনি সারাক্ষণ আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন

থাকতেন। চারপাশের কোনো কিছুর ব্যাপারে তার কোনো খেয়াল ছিল না। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে তিনি ছিলেন অচেতন।

একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তার মা দরজা থেকে ডাক দিলেন। জুরাইজ দ্বিধায় পড়ে গেলেন-এক দিকে তিনি 'ইবাদাতে রয়েছেন, অন্যদিকে মা ডাকছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, এমন অবস্থায় তার কী করা উচিত-সালাত শেষ করা, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি সালাত না ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলেন। মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাওয়ার সময় অভিশাপ দিয়ে গেলেন: 'হে আল্লাহ, ব্যভিচারী মহিলার মুখ দেখার আগে যেন ওর মরণ না হয়।'

জুরাইজ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তারপরও মায়ের অভিশাপের পর থেকে লোকেরা তাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে। তারা জুরাইজকে হিংসা করত। তার মানহানি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল তারা। এক খারাপ মহিলা বিষয়টি জানতে পেরে তাদের সাথে দেখা করে জানায়, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে সহজেই সে জুরাইজকে কুকর্মে প্ররোচিত করতে পারবে। সমাজে তার মানহানি ঘটাতে পারবে।

সুন্দরী সে মহিলার কোনো নীতিবোধই ছিল না। লোকেরা তার কুকীর্তির কথা ভালো করেই জানত। সে তার সৌন্দর্য নিয়ে খুব গর্ব করত। সে ভাবত, তার রূপের জাদু থেকে কিছুতেই কারও মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

তারপর একদিন সে জুরাইজের বাড়িতে গিয়ে তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল; কিন্তু সত্যি জুরাইজ ছিলেন একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। মহিলার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

খারাপ মহিলাটা যখন দেখল, জুরাইজ তার প্রতি একটুও আকৃষ্ট হলেন না। সে রেগে গেল এবং অপমানবোধ করল। সে বুঝতে পারল, তিনি এত বেশি ধার্মিক যে, রাতের অন্ধকারে যখন কেউ তার কুকর্ম দেখবে না, তখনও সে আল্লাহকে ভয় করে। লোকটি সত্যি আল্লাহভীরু। এরপর মহিলাটা নতুন চক্রান্ত করল। এক রাখালকে প্রলুব্ধ করে সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। শিশুটির জন্মের পর মহিলা দাবি করল, এটা জুরাইজের সন্তান।এই কথা শুনে সবাই চটে গেল। তখনই গিয়ে জুরাইজের বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। তাকে মারতে থাকল; কিন্তু জুরাইজ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাথে এমন করছ কেন?'

তারা উত্তর দিল, 'এক অসচ্চরিত্রা মহিলার সাথে তুমি ব্যভিচার করেছ। আর সেই মহিলা এক অবৈধ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।'

জুরাইজ বললেন, তিনি এমন কোনো কাজই করেননি। এটা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ।
অনেক বুঝিয়ে বলার পরও লোকেরা তাকে নিষ্পাপ মানতে রাজি হলো না। তারা তাকে মারতেই থাকল। তার বাড়ি ভেঙে ফেলছিল।
এ অবস্থা দেখে জুরাইজ সেই নবজাতকটিকে নিয়ে আসার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, ওই শিশুই তার হয়ে সাক্ষ্য দেবে। এরপর শিশুটিকে আনা হলো। তিনি লোকদের কাছে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন।
এরপর সালাত আদায় করে তিনি শিশুটিকে বললেন, 'হে শিশু, তোমার বাবা কে?'
শিশুটি জবাব দিল, 'অমুক রাখাল আমার বাবা।'
লোকেরা যখন দেখল-এতটুকু শিশু তার নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন নিজেদের বাড়াবাড়ির কথা ভেবে তারা অনুতপ্ত হলো। জুরাইজকে তারা আগের চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। তারা ক্ষমা চাইল।
তারা বলল, 'সোনা দিয়ে আপনার বাড়ি পুনরায় নির্মাণ করে দেবো।'

কিন্তু জুরাইজ জানালেন যে, তার সোনা দরকার নেই। তার দরকার মাটি। তিনি আগের মতোই একটি ঘর নির্মাণ করতে চান। তারা সবাই মিলে আগের মতো একটি ঘর তুলে দিল।

(সহীহ বুখারী, আহাদিসুল-আনবিয়া, হাদীস: ৩৫৩৬; সহীহ মুসলিম, আল-বির-অ-সিলাহ, হাদীস: ২৫৫০)

এই ঘটনায় মায়ের কথার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মায়ের সাধারণ একটা অভিশাপও সন্তানকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারে। এখান থেকে আরও বোঝা যায় যে, নফল সালাতের চেয়ে মায়ের অধিকারের গুরুত্ব বেশি। তেমনিভাবে হিজরতের চেয়েও মায়ের হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই আমাদের উচিত যতটা সম্ভব পিতা-মাতার অনুগত থাকা।

অপর একটি হাদীসে এসেছে,

*উমাইয়্যাহ আল-কিনানী ছিলেন একটি গোত্রের প্রধান। তার ছেলের নাম কিলাব। ছেলেটি ছিল বাবার খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত। দিনে-রাতে সারাক্ষণই সে বাবার জন্য নিবেদিত থাকত। এমন সন্তান পেয়ে বাবা ছিলেন খুবই খুশি। তিনি সন্তানকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। পিতা-পুত্রের মধ্যে এই গভীর ভালোবাসার কথা লোকদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর শাসনামলে কিলাব বিন উমাইয়্যাহ আল-কিনানী মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। সে সময় ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইসলামী শাসনের কেন্দ্রস্থল মদীনায় এসে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কিলাব মদীনার জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পেছনে তিনি অনেক সময় দিতেন।

সেসময় তিনি জানতে পারেন যে, ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তাই মুজাহিদদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি খলিফা 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গেলেন। তখন খলীফা তাকে ইরাক অভিমুখী মুসলিম বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

একথা জানতে পেরে তার বাবা-মা তাদের নয়নের মণিকে আটকানোর জন্য অনেক মিনতি করেন। তারা বললেন যে, এখন তারা বৃদ্ধ। তাই তাদের দেখাশোনা করার জন্য ছেলেকে তাদের প্রয়োজন; কিন্তু সন্তান জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু কিলাব তার পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে বললেন, আমার প্রিয় মা-বাবা, অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি আপনাদের দু'জনকে ছেড়ে যাচ্ছি। অবশেষে বাবা-মা'কে রাজি করিয়ে তাদের দু'আ নিয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি। ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকেই তার কথা বাবা-মায়ের ভীষণভাবে মনে পড়ত। সন্তানের কথা চিন্তা করে তারা প্রায়ই কাঁদতেন।

অনেকদিন পর এক বিকেলে ছেলের হাতেগড়া খেজুরের বাগানে বসে বৃদ্ধ বাবা-মা কথা বলছিলেন। বৃদ্ধ বাবার চোখ পড়ল একটি কবুতরের দিকে। সুমধুর কণ্ঠে কিচিরমিচির করতে করতে কবুতরটি এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফলাফি করছিল। ছানাগুলোর চতুর্দিকে মা কবুতরটির ওড়াউড়ি দেখে বাবার অন্তর ছেলের জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তার দেখাদেখি বৃদ্ধা মাও কান্না শুরু করলেন। সেদিনের সুন্দর সময়টুকু তারা দুজন ছেলের জন্য কেঁদেই পার করে দিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তানের জন্য এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, তার চামড়ায় অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তান বিচ্ছেদের দুঃখ সইতে না পেরে একদিন 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর কাছে গিয়ে হাজির হন। তিনি তখন মাসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। উমাইয়্যাহ আল-কিনানী তাকে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর কসম, আপনি যদি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না আনেন, তবে আরাফার ময়দানে আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। বাবার মুখে এই কথা শোনামাত্র তিনি তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু তখনই ইরাকে লোক পাঠিয়ে কিলাবকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

করেন। কিছুদিন পর কিলাব 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর কাছে এসে উপস্থিত হন।

'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে তুমি তোমার বাবার সেবাযত্ন করতে যে, তুমি কাছে না থাকায় তিনি এত শোকার্ত হয়ে পড়েছেন; আমাকে একটু খুলে বলো তো?

কিলাব বললেন, নিজের প্রয়োজন পূরণের আগে আমি বাবার প্রয়োজন পূরণ করতাম। তার জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকতাম। সবচেয়ে দুগ্ধবতী উট থেকে তার জন্য দুধ দোহন করতাম। প্রথমে উটটিকে খাওয়াতাম, তারপর সেটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দিতাম। ঠান্ডা করার জন্য এর নিচের অংশ ধুয়ে দুধ দোহন করতাম। তারপর সেই দুধ আমি বাবাকে পান করতে দিতাম।

এরপর 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু তার বাবাকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। বাবা খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বয়সের ভারে তিনি নুইয়ে পড়েছিলেন।

'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু প্রশ্ন করলেন, কিলাবের বাবা, আপনি কেমন আছেন? উমাইয়্যাহ আল-কিনানী উত্তর দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন।

'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু প্রশ্ন করলেন, এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি কী?

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, আজ আমার কিছুই চাওয়ার নেই। কোনো ভালো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারবে না। তেমনই কোনো খারাপ কিছুতেও আমি দুঃখিত হবো না।
'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু প্রশ্ন করলেন, ছেলেকে ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই আপনার চাওয়ার নেই?
উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, আমার কলিজার টুকরা, আমার সন্তানকে ছাড়া আমার কোনো চাওয়া নেই। মরার আগে আমি তাকে দেখে যেতে চাই। চুমু দিয়ে একটিবার বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই।

সন্তানের প্রতি বাবার এই গভীর ভালোবাসা দেখে 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর চোখে পানি চলে এলো। তিনি বললেন, চিন্তা করবেন না, আল্লাহ চাইলে আপনার অন্তরের ইচ্ছে পূরণ হবে।
এরপর 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু আড়ালে গিয়ে কিলাবকে বললেন দুধ দোহন করতে। কিলাব একটি উট বেছে নিয়ে দোহন করে 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর কাছে দুধ নিয়ে এলেন। এরপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বৃদ্ধ বাবাকে সেই দুধ দিয়ে বললেন, দয়া করে, দুধ পান করুন!

দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তিনি যখন তা মুখের কাছে নিলেন, দুধের গন্ধ নাকে আসামাত্র তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, আমীরুল মু'মিমীন, আমি আমার ছেলের হাতের সুবাস পাচ্ছি।

একথা শোনামাত্র 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। কিলাবের হাত ধরে তাকে তার বার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, এই আপনার সন্তান। আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে এসেছি।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তানের দিকে ছুটে গেলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে চুমু দিতে লাগলেন। এমন হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলল।

এরপর 'উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু কিলাবকে বললেন, পুত্র, যতদিন তোমার বাবা-মা জীবিত আছেন তাদের কাছে থাকো। তাদের সেবাযত্ন করার মাধ্যমে জিহাদ করো। তারা মারা গেলে তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো।

(উসদুল-গাবা : ৪/৪৫৯,৪৬০। মাউসুআহ কিসাস-সালাফ, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৮, মাউসুআহ আল-ইমাম ইবনু আবি দুনিয়া, ৩/৪৭৩, ৪৭৪ হাদীস: ২৩৯, ২৪০)

আল্লাহর অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য নেই:

পিতা-মাতা তার সন্তানকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, সন্তান তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون.َ

'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব'

(লোকমান ৩১/১৫)।২৫

এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্ত্বা বা তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে শরীক করা বুঝায়। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

(কুরতুবী, লোকমান ৩১/১৫ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি?

فَوَاللهِ لا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّد ،ٍ

আল্লহর কসম! আমি কিছুই খাব না ও পান করব না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে'।

(আহমাদ হা/১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯, সনদ ছহীহ।)

এভাবে তিন দিন যাওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন সূরা আনকাবূত এর ৮ নং আয়াত নাযিল হ'ল,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আমি নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে"।
(আনকাবূত ২৯/৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৯৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৩২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/২৬৫, সনদ ছহীহ।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরস্কার করে বলবে,
يَا قَاتِلَ أُمِّه

'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম,
يَا أُمَّاهُ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِيْنِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي ،
হে মা! তোমার যদি একশটি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন পরিত্যাগ করব না। কাজেই তুমি খেলে খাও, না খেলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল'। বস্তুতঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে বিধৃত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহ্বান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহ্বানের দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক ছিলেন। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي .ضَلاَلٍ مُبِين
'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ'
(আন'আম ৬/৭৪)।

অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের আচরণ

সন্তানের ইসলাম গ্রহণ করার পরও যদি মাতা-পিতা কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে এবং তাকে কুফরিতে ফিরে আসতে বাধ্য করে, তবে কোনক্রমেই তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা হালাল নয়। তবে অবশ্যই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করে যেতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“মাতা-পিতা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই- তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর তাদের আনুগত্য করবে, নিশ্চয়ই তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

(সূরা লুকমান: ১৫)

মাতা-পিতা সন্তানকে কুফরি করার জন্য যত কঠিন চাপ প্রয়োগ করুক না কেন, তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে।

আবূ বাকর (রা) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, আমার নিকট আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ রয়েছেন। আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো।

(সহীহ আল বুখারী, ২ খ, পৃ. ৮৮৪; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল যাকাত ২ খ. পৃ. ৬৯৬;)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মুসলমান হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবত তাঁর মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তাঁর মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। তা সত্ত্বেও আবূ হুরাইরা (রা) তাঁর মায়ের ইজ্জত-সম্মান, খেদমত ও আনুগত্যে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে সর্বদা ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, যাতে আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সব সময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবি করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যেন তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত করুন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বাড়ি পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, আবূ হুরাইরা, অপেক্ষা করো। আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে উড়না পরা ছাড়াই দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন; আবূ হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। তিনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেছেন। এ কথা শুনে তিনি খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন।

এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ও আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন: ইয়া আল্লাহ! আবু হুরাইরা ও তার মার প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। এ দু'আর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালো বেসেছে।

(সহীহ মুসলিম, ফাযায়িল অধ্যায়, অনুঃ আবু হুরাইরা (রা)-এর ফযিলত। হাদীস নং ২৪৯১)

পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ সকল কাজে পিতা মাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।
পিতা মাতার প্রতি আমাদের আনুগত্য কেমন হবে তা নিচের হাদীস থেকে বোঝা যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ) أَصْبَحَ مُطِيعًا فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًّا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ ارَجُلُ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظلماه."

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম- আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করল, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করল। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও আহকাম অমান্য করল, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতা-পিতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।" (মিশকাত)

*হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি।কিন্তু মাতৃসেবায় নিয়েজিত থাকার কারণে তিনি পরকালীন যে সম্মান লাভ করেছেন সেটা দুনিয়ার মহামানবদের কাতারে তাকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেছে। সে পুরস্কার এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'উমর ফারুক (রাযি.) কে বলেন, হে 'উমর! কোনও এক সময় ইয়ামানের করুন এলাকা হতে মদীনায় এক ব্যক্তি আসবে। তার গঠন-প্রকৃতি হবে এ রকম। হে 'উমর! তার সাক্ষাত পেলে তুমি নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন।

বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, অতঃপর ইয়ামান থেকে যখনই কোন কাফেলা আসত, হযরত 'উমর (রাযি.) খোঁজ নিতেন সে কাফেলায় করনের উওয়ায়স নামক কোন ব্যক্তি আছে কি না।

পরিশেষে একবার একটি কাফেলা আসল এবং খলীফা জানতে পারলেন, সে কাফেলায় উওয়ায়স করনী (রহ.) আছেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর কাফেলার লোকদের কাছে চলে গেলেন এবং তার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হুলিয়াও মিলিয়ে দেখলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। শেষে তিনি আরয করলেন, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। উওয়ায়স করনী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দ্বারা দু'আ করানোর জন্য এসেছেন? তা ব্যাপার কী?

খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন 'করন' থেকে উওয়ায়স আসবে, তখন নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন। এ কথা শুনতেই হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.)-এর চোখে অশ্রুর বান ডাকল। ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।

(মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৭; সুনানে দারিমী, হাদীছ নং ৪৪০)

হযরত ফারুকে আজম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত মহা মহোদয় সাহাবীকে বলা হচ্ছে নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিতে। এত বড় মর্যাদা হযরত উওয়ায়স করনী কিভাবে লাভ করলেন? মাতৃসেবার মাধ্যমে। তিনি নবীজী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে না গিয়ে তার হাদীসের উপর আমল করে মাতৃসেবা করেছেন। সেই আমলই তাকে এতবড় মর্যাদা দান করেছেন।

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য হওয়ার পার্থিব উপকারিতা

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য থাকার প্রকৃত প্রতিদান জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি যেটা বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, পিতা-মাতার খেদমতকারী এবং হুকুমপালনকারী সন্তানগণকে আল্লাহতায়ালা বিশেষ বরকত এ দুনিয়ার মধ্যেও দিয়ে থাকেন।

• হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার খেদমত, বাধ্যতা এবং সদ্ব্যবহারের কারণে সন্তানের আয়ু বৃদ্ধি করেন।" -ইবনে মাজা

• হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত-তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আপন পিতা-মাতার খেদমত কর এবং বাধ্য থাক তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের খেদমত করবে এবং হুকুম মান্য করবে। তোমরা আপন চরিত্রকে পাক-পবিত্র রাখ তোমাদের স্ত্রীগণ পাক-পবিত্র থাকবে। -তবরানী

অর্থাৎ যে সন্তান পিতা-মাতার বাধ্য থাকবে এবং খেদমত করবে আল্লাহ তায়ালা তার সন্তানকে তার বাধ্য এবং খেদমতকারী বানিয়ে দিবেন। এমনিভাবে যারা পাক-পবিত্র জীবন যাপন করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিবিগণকে পাক-পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ করে দিবেন।

'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও রিযিক বৃদ্ধির আশা করে, সে যেন পিতা-মাতার আনুগত্য করে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।'

(মুসনাদ আহমাদ: ৩/২৭৭)

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

'দীর্ঘায়ু লাভের একটি উপায় হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ।’

পাপী ব্যক্তি এই কাজগুলো করলে সেও একই নি'য়ামাত পাবে।

মাতা-পিতার খিদমত এবং অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশত নসীব হয়। এ তো আখেরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা সাচ্চা অন্তরে মাতা-পিতার খিদমত করে এবং অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ পাক এ দুনিয়াতেও তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, একবার তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টিতে ঘিরে ধরলো। আশ্রয়ের জন্য তারা এক গুহায় প্রবেশ করে বসে গেলো। আল্লাহর মহিমা! পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর ধসে গুহার মুখের উপর এসে পড়লো এবং গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। তিন বন্ধু সাংঘাতিকভাবে ঘাবড়ে গেলো। ঘাবড়ানোর কথাও। পাথর সরানো তাদের সাধ্যের বাইরে ছিলো। সেখানে কোনো মানুষও ছিলো না যে, সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। নিরাশ হয়ে তারা বসে রইলো এবং ধারণা করলো যে, জীবিত দাফন হয়ে গেছি এবং সেই গুহাই তাদের কবর। তাদের মধ্যে একজন বললো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হলে চলবে না। এসো আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আশা করি, আল্লাহ নিজের রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে মুক্তি দেবেন।

তাদের মধ্যে একজন মুসাফির বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিলো। আমি দিনে বকরী চরিয়ে ঘরে ফিরতাম এবং দুধ দুইয়ে সর্বপ্রথম মাতা-পিতাকে পান করাতাম। এরপর নিজের শিশুদেরকে দিতাম। ঘটনাক্রমে আমি একদিন অনেক দূরে চলে গেলাম এবং ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেলো। রাতে যখন আমি ঘরে ফিরলাম তখন মাতা-পিতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো আমি বকরীর দুধ দোহন করলাম এবং এক পেয়ালায় ভরে মাতা-পিতার শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কখন তাঁরা জাগবে এবং আমি তাঁদের সামনে দুধ পেশ করবো। বেশ খানিক রাত হয়ে গেলো। আমার শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতে লাগলো। তারা বারবার আমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ছিলো এবং দুধ দুধ করছিলো। কিন্তু পিতা-মাতার আগে তাদেরকে দুধ পান করানো আমি সহ্য করতে পারলাম না। মাতা- পিতা অভুক্ত শুয়ে থাকবেন আর আমার শিশুরা পেট পুরে আরাম করবে এটা হতে পারে না। মোটকথা, সারা রাত আমি তেমনি পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাতা-পিতা ঘুমুতে লাগলেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে সারা রাত কেটে গেলো। হে আল্লাহ! আমি যদি মাতা-পিতার সাথে এ আচরণ শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তোমার রহমাতের সাহায্যে এ পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও।

একথা বলতেই পাথর গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেলো এবং পরিষ্কারভাবে আকাশ নজরে পড়তে লাগলো। অতপর অন্য মুসাফির দুজনও স্ব স্ব নেক কাজের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করলো এবং আল্লাহ স্বীয় রহমাতের মাধ্যমে গুহার মুখ খুলে দিলেন।

এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পিতা-মাতার সেবা করার প্রতিদান দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পিতা-মাতার বাধ্য থাকাকে এবং তাদেরকে আরাম পৌঁছানকে জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং উচ্চস্তরের সৎ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন তেমনিভাবে তাদের অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়াকে কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম অর্থাৎ সর্বনিকৃষ্ট গুনাহসমূহের মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করেছেন।

• হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় বড় গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। (যে বড় গুনাহ কি কি?) তিনি উত্তরে ফরমাইলেন,
"(১) আল্লহর সঙ্গে শরীক করা
(২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়া
(৩) কোন ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা
(৪) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়াতেও এই সকল গুনাহকে সর্ববৃহৎ গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেই ক্রমানুসারে তিনি এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন ইহা দ্বারা বুঝা যায় শিরকের পরেই পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার স্থান এমন কি হত্যা করার স্থানও ইহার পরে।

• হযরত ইবনে আমর হইতে বর্ণিত--তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "নিজের পিতা- মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এভাবে গালি দিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মাতা-পিতাকে গালি দিল তখন এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিল। (সে যেন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়াইল।) -বুখারী ও মুসলিম

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে গালি দেওয়া বা কোন মন্দ কথা বলা যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মা-বাপকে গালি দিতে লাগল। ইহা এত মন্দ কাজ যেমন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া মন্দ কাজ। ইহা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মধ্যে পিতা-মাতার মর্যাদার স্থান অতি উচ্চে এবং এ ব্যাপারে মানুষের কতটুকু সতর্ক থাকা চাই।

(জামে তিরমিযী, আল-কাদার, হাদীস: ২১৩৯)

পিতা-মাতার খেদমত নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম:

আল-হাসান আল-বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নফল (বাধ্যতামূলক নয় এমন) হজ্জ ও নফল (বাধ্যতামূলক নয় এমন) জিহাদের চেয়ে মা-বাবার খেদমত করা অধিক উত্তম।

হিশাম ইবনু হাসান বলেন- "একদা আমি আল-হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কুরআন তিলাওয়াতরত থাকা অবস্থায় মা রাতের খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করেন।" আল-হাসান জবাব দিলেন, "তাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না। মায়ের সাথে রাতের খাবার খাও। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আর মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন নফল হজ্জ করা থেকেও উত্তম।
(বীররুল ওয়ালিদাঈন, ইবনুল জাওযি।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'কোনো নেককার সন্তান যখন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ লিপিবদ্ধ করে দেন।'

'সাহাবিগণ আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার এভাবে তাকায়?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, (প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে) আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই'।"

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের পরিণতি

পিতামাতার আনুগত্য করা অবশ্যকর্তব্য। পিতামাতা কোন কাজের হুকুম দিলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পালন করা সন্তানের জন্য ফরয। ঠিক নামায-রোযার মতই ফরয যদি না সে কাজ শরী'আত বিরোধী হয়। শরী'আতে যে কাজ জায়েয পিতামাতা হুকুম করলে তা করা ফরয হয়ে যায়। না করলে কঠিন গুনাহ হয়, যেমন গুনাহ হয় নামায ছেড়ে দিলে। পরিভাষায় একেই 'উকূকুল-ওয়ালিদায়ন' বা পিতামাতার অবাধ্যতা বলে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, পিতামাতার অবাধ্যতা করলে তার পরিণামে মৃত্যুকালে কালেমা নসীব হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি

২. মাতা- পিতার নাফরমান ব্যক্তি ও

৩. অসৎ স্ত্রীর স্বামী যে নিজের পরিবারে দুষ্কর্মের সমর্থন করে।

(ফাতহুর রাব্বানী, ১৯ খ, পৃ. ২৮৪; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭)

*আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নি'আমত উপভোগ করতে না দেয়া আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার।

১. মদ্যপায়ী,

২. সুদখোর,

৩.অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৮; আল মুস্তাদরাক বরাত)

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়

২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, (অর্থাৎ যে সন্তান মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখে) ও

৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; তাবারানী জামে' আস সগীর, বরাত)

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন: হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুল যোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালংঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো, কেননা এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩৩০; তাবারানী, আল আওসাত, বরাত)

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান।

২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও

৩. দাইয়্যুস।

আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও

৩. দান করে খোঁটাদানকারী।

(না'সাঈ, অধ্যায়; যাকাত, অনুঃ ৬৯; দান করে খোঁটা দানকারী;)

পিতা মাতার নাফরমানির শাস্তি আল্লহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

এসম্পর্কিত হাদীস,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

"হযরত আবি বকর বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ যে গুনাহর শাস্তি চান তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু মাতা-পিতার নাফরমানির শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন।" (রাওয়াহুল হাকিম)

মর্মার্থ হলো, অন্য গুনাহর শাস্তি প্রদানে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করেন এবং দুনিয়ায় সে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে প্রায় সময়ই মুক্ত থেকে যায়। কিন্তু মাতা-পিতার নাফরমানি এমন এক পাপ যে, তার শাস্তি দুনিয়াতেই ভুগতে হয় আর আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।
পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানের সকল নেককাজ আল্লাহর কাছে মূল্যহীন।

হযরত ছাওবান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোনো নেকি কাজ ফলদায়ক হয় না। প্রথমত, শিরক, দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং তৃতীয়ত, জিহাদ থেকে পলায়ন।

অন্য এক সাহাবি আমর বিন মাররাহ বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, নিজের মালের যাকাত দেই, রামাদানের রোযা রাখি। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে একথা বলে শেষ করল সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহিদদের সাথি হবে (এবং তিনি হাতের দু আঙুল উঠালেন), শর্ত হলো সে যেন মাতা-পিতার অবাধ্য বা নাফরমান না হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তার নাক ধুলিমলিন হোক। তার নাক ধূলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! কে সে? (অর্থাৎ কার ব্যাপারে আপনি এমন আক্ষেপ প্রকাশ করছেন?) তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-২৫৫১)

আরেকটি হাদীসে এসেছে,
কাব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হও। আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে

জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেন, 'আমিন।' দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন, আমিন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন, 'আমিন। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, 'আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, 'জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমিন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাইল আ.) বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরুদ পড়ল না। আমি বললাম, আমিন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে পেল, অথচ সে জান্নাত অর্জন করতে পারলো না। আমি বললাম, আমিন।
(আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪। ইবনে হিব্বান, ১ খ., পৃ. ৩১৫)

যে ব্যক্তি মা-বাবার অবাধ্য হয়, তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তারা অভিশপ্ত।

হাদীছে এসেছে,
আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মা- বাবার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত'। আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

(আত-তানভীর শারহুল জামে' আছ-ছাগীর ৬/৪৬৬। ১৫৮. তিরমিযী হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/৪৯৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৬; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬৫। ১৫৯. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৪৯৭; শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬।)

মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয় না। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী-রাসূল, ছিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে করণীয়

পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে পৌঁছায় তখন তারা ছোট শিশুর মত হয়ে যায়। তারা তখন অনেক সময় ছোটদের মত অহেতুক আবদার করে বসে। তাদের সেসব আবদারে সন্তান যেনো কখনো বিরক্ত না হয় এবং সেসময় সন্তানের আচরণ কেমন হবে সেবিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকার ভঙ্গিতে ইরশাদ করেন,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا گريمان

'যদি তাদের কোনও একজন বা দু'জনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে নম্র কথা বলো'। (সূরা ইসরা: ২৩)

মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে নানা রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। স্মরণশক্তি কমে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় ঘাটতি দেখা দেয়। সে অবস্থায়ও পিতা-মাতাকে সম্মান করতে বলা হয়েছো। তারপর ইরশাদ হয়েছে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

'মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা: ২৪)

মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য

পিতা-মাতা সন্তানের পিছনে যেভাবে অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে বড় করে তোলে তেমনিভাবে সন্তানেরও কর্তব্য পিতা-মাতার বয়সকালে তাদের জন্য খরচ করা।তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা। কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে পিতা-মাতার জন্য খরচ করার কথা জানা যায়।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

"লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করব। জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ করো তার প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা।
(সূরা বাকারা, ২:২১৫)

কুরআন ও সুন্নাতে যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং উত্তম আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মাতা-পিতার উপর অর্থ সম্পদ ব্যয় না করে ধন-সম্পদ বাঁচানো সঠিক নয় বলেও তাকিদ দেওয়া হয়েছে। বরং সর্বপ্রথম তাঁদের উপরই অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্ত হন তাহলে জবরদস্তি করেই নিতে পারেন। যদি কেউ মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনে কমতি না করেও অর্থ ব্যয় করতে না চায়, তাহলে সেটাও ঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের উপর তাঁদের অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদের উপরও তাঁদের পুরোপুরি অধিকার আছে।
“এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, 'আমার পিতা তার ইচ্ছামতো আমার সম্পদ ভোগ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না।' একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (ইবনে মাজাহ)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের জন্য অর্থ ব্যয় সম্পর্কে হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,
'তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাদের প্রয়োজন-মাফিক ব্যয় করবে। তারা যা আদেশ করেন তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তা মেনে চলবে।
(আদ দুররুল মানসুর, ৫খ, পৃ. ২৪৯)

শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া

পিতা-মাতা একসময় বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে।তখন তারা শিশুদের মত হয়ে যায়। ফলে তারা শিশুদের মত সঙ্গ চায়। শিশুরা যেমন পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খেলতে, ঘুরতে বা বেড়াতে চায়, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাও সঙ্গ চায়, ঘুরতে চায়, আত্মীয়-স্বজনের বা সন্তানের সাক্ষাৎ চায়। এসময় সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদেরকে নিজের কাছে রাখা। এসময় তাদের সঙ্গ দিলে বরকত লাভ করা যায়। বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ও বরকতময়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُم،

'প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'।

(ইবনু হিববান হা/৫৫৯; হাকেম হা/২১০, সনদ ছহীহ।)

ইসলামে বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত ও সেবা করার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।

(মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।)

অন্যত্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ابْغُونِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ

'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।

(নাসাঈ হা/৩১৭৯; আবুদাউদ হা/২৫৯৪; আহমাদ হা/২১৭৩১, সনদ ছহীহ। ৪৩. নাসাঈ হা/৩১৭৮; ছহীহুত তারগীব হা/০৬; ছহীহুল জামে' হা/২৩৮৮, সনদ ছহীহ।)

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ ،وَإِخْلَاصِهِم ْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'।

(নাসাঈ হা/৩১৭৮; ছহীহুত তারগীব হা/০৬; ছহীহুল জামে' হা/২৩৮৮, সনদ ছহীহ।)

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم

নিশ্চয়ই শুভ্র চুল বিশিষ্ট লোকদেরকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করার শামিল'।

(আবুদাউদ হা/৪৮৪৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৭; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯।)

কারণ বৃদ্ধদের ইবাদতে ও দো'আয় একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। তাদের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পরকাল।

পিতা-মাতার জন্য দুআ করা

জীবিত অথবা মৃত উভয় অবস্থাতেই পিতা-মাতার জন্য দুআ করা একজন সন্তানের কর্তব্য।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, 'এই মর্যাদা বৃদ্ধি কীভাবে হলো?' বলা হবে, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে-

১. সদকায়ে জারিয়া। (মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি)

২. তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

৩. তার নেক সন্তান যারা তার জন্য দুআ করতে থাকে।

(মুসলিম শরিফ, ৩খ, পৃ. ১২৫৫ হাদিস নং ১৬৩১)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো মাতা- পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তেকাল করলো যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে তাদের জন্য সর্বদা দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪২১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে পিতা-মাতার জন্য দুআ করা শিখিয়েছেন। সে আয়াতগুলো হলো:

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন

(সূরা ইসরা, আয়াত: ২৪)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।

(সূরা নূহ, আয়াত: ২৮)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়েন।

(সুরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪১)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং যারা আমাদের পূর্বে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও ক্ষমা করুন।

(সুরা হাশর, আয়াত: ১০)

رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيتِهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ; তুমি মহা পরাক্রমশালী, মহা বিজ্ঞ।"

(সূরা মু'মিন, আয়াত :৮)

মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার সওয়াব

পিতা-মাতার জন্য দুআ করার মাধ্যমে একজন সন্তান যেমন তার পিতা-মাতার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে তেমনিভাবে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُولَهُمَا وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًا-

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন মাতা-পিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তেকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমাতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।"

আজীবন মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কিন্তু সামগ্রিক প্রচেষ্টার পরও যদি তাঁরা সন্তুষ্ট না হন এবং অসন্তুষ্ট অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তাহলেও আল্লাহর রহমাতের দরজা খোলা থাকে ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব। অব্যাহতভাবে তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক ভুল ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে আশা করা যায় ও সেই সন্তানকে উত্তম বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত করতে পারেন। আল্লাহর রহমত থেকে কোনো মুমিন বান্দারই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বান্দাহর অন্তরে যখনই তাওবার আবেগ সৃষ্টি হয় তখনই তিনি অগ্রসর হয়ে তা কবুল করে নেন এবং সেই আবেগকে অগ্রসর করানো ও জীবনের উপর তার প্রভাব ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন কিন্তু এ হাদীস থেকে ভুল ধারণা নেয়া অবশ্যই ঠিক নয় যে, মাতা-পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় অবাধ্য থেকে তাঁদের মৃত্যুর পর দোয়া এবং ইসতিগফার করে আল্লাহর রহমাত লাভ করা যাবে। সঠিক কথা হলো, জীবিতাবস্থায় তাঁদের খিদমত এবং সন্তুষ্ট রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা।

দুধ মা ও সৎ মায়ের হক

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের সমতুল্য, তার হক হলো-

(১) তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা।

(২) সম্ভব হলে তার যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে কার্পন্যতা না করা।

(৩) সামর্থ্য থাকলে একটি দাস বা দাসী খরিদ করে খেদমতের জন্য তাকে দান করা।

(৪) তার স্বামীর সাথেও সদয় আচরণ করা।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي الطُّفيل رض قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ لَحْمًا بالجعرانة إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةً حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ ؟ قَالُوا : هِيَ أُمُّهُ الَّتِي

أرضعته - (ابو داود(

"হযরত আবিত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি জিয়রানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোশত ভাগ করতে দেখলাম। ইত্যবসরে একজন মহিলা এলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পূর্ণ নিকটে চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি তার উপর বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটি কে? তারা বললেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।”

আপন মা ছাড়া শিশু যে মায়ের দুধ পান করে তাকে দুধ মা বলা হয়। শুধু দুধ পান করানোর জন্য কোনো মহিলা আপন মা হতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে সেই মর্যাদাই লাভ করেন যা আপন মা পান। বিয়ে এবং পর্দার ব্যাপারে ইসলাম আপন মা'র যে মর্যাদা দিয়েছে দুধ মা'রও সেই একই মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ঘটনাতেও এটা স্পষ্ট যে, দুধ মা'র সাথে আপন মায়ের মতোই আচরণ করতে হবে। তার খিদমত ও সব ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

অপরদিকে, সৎ মা বাপের সহধর্মীনী। এবং হাদীস শরীফে বাপের আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। তাই সৎ মায়েরও কিছু হক আছে। মা- বাপের মৃত্যুর পর যে যে হক পালন করার কথা বলা হয়েছে সৎ মায়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

শেষকথা

কুরআন ও হাদীছের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বুঝা গেল যে, পিতা- মাতার মর্যাদা অতুলনীয়। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। মূলত মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক দুনিয়াতে অত্যন্ত পবিত্র, সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কের সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য জড়িত। পারস্পরিক দায়িত্ব -কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদদো'আ তুল্য। সেজন্য কোনভাবেই যেন পিতা-মাতা কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভাল দো'আ সন্তানের জন্য অফুরান কল্যাণের কারণ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও সন্তানকে একে অপরের জন্য চক্ষু শীতলকারী হিসেবে কবুল করুন। পিতা-মাতার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

তথ্যসূত্র

১। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য – মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

২।মা মা মা এবং বাবা – আরিফ আজাদ

৩।মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার – আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

৪।মাতা-পিতা ও সন্তানের হক – অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

৫।মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য – মাওলানা মুহম্মদ আবদুল মান্নান

৬।হুকূকুল ইসলাম ও হুকূকুল ওয়ালিদাইন – আশরাফ আলী থানভী (রহ)

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب